প্রাক্‌কথন

আশাপূর্ণাদেবীর কথাসাহিত্য প্রথম থেকেই ছিল আমার একটি প্রিয় বিষয়। কেননা, মেয়ে মহলের বিবর্তনের একটা ইতিহাস এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় প্রখর দীপ্তি নারী ব্যক্তিত্ব। তবে বিষয়টিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচনের ভাবনা সেভাবে ছিল না। এব্যাপারে আমাকে সম্পূর্ণভাবে উৎসাহিত করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। বিষয়টিকে একটি রূপের মধ্যে আনার ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা, নির্দেশ এবং সহযোগিতা আমাকে একান্তভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর নিরন্তর উৎসাহেই কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে স ব হয়েছে। এর জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই আমার শিক্ষক রাণাঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী নিঃসীম পাল মহাশয়কে, যিনি পড়াশুনা সংক্রান্ত যেকোন সমস্যায় আমাকে চিরদিন সহযোগিতা করেছেন এবং সাহস জুগিয়েছেন। প্রণাম জানাই আমার বাবা-মা ও দিদিদের, যাঁরা কাজটি সম্পাদনে আমাকে প্রাণিত করেছেন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, যাঁরা আমাকে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই বিপ্লব পাল-কে, যিনি আমার গবেষণাপত্রটিকে টাইপ করতে দীর্ঘ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। ধন্যবাদ জানাই গবেষণাপত্রটি বাঁধাইয়ের কর্মীবৃন্দকে।

এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীবৃন্দ। শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীবৃন্দ। শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীবৃন্দ। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর সব শেষে আমার স্বামী ও শিশুপুত্র দীর্ঘক্ষণ আমাকে কাজের সুযোগ দিয়ে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করায় তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এদের সকলের সহযোগিতায় আমার গবেষণা কাজটি সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার এই গবেষণা কাজটি পরবর্তী গবেষকদের আশাপূর্ণাদেবী সম্পর্কে উৎসাহিত করলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

সুজাতা কোলে
২০/১১/'১২

শিলিগুড়ি
২০ নভেম্বর, ২০১২

সুজাতা কোলে